নব আনন্দে সেজেছে আজ মঠবাড়ীর আকাশ বাতাস

-বকুল রোজারিও

১৯৬২ সালে যার জন্ম আজ থেকে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে স্বর্গীয় ফাদার চার্লাস জে ইয়াং সিএসসি এর অনপ্রেরণায় মঠবাড়ী ধর্মপল্লীর নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিবর্গের প্রাণপন চেষ্টায় তিলে তিলে গড়ে ওঠা আজকের এই "মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ" মঠবাড়ী ধর্মপল্লীবাসীর নিকট তাদের প্রাণপ্রিয় সমিতির নাম ছিল "ঋণদান সমিতি"। পরবর্তীতে সরকারী নিয়মে এর নাম সংশোধন করে রাখ হয় "মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ"। পঞ্চাশটি বৎসর পার হওয়া যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন বিষয়। অনেক চরাই উৎরায় পার হয়ে এই সমিতি তার নিজেস্ব স্বকিয়তা বজায় রেখে আজকের এই অবস্থানে এসেছে। শুরুর দিকে সমিতি সমন্ধে মানুষের ধারণা কম থাকায় অনেকে সমিতির সদস্য হতে দিধাদ্বন্ধ করেছেন। সেই সময় অর্থনৈতিক ভাবে আমাদের খ্রিস্টান সমাজ অত্যন্ত দূর্বল ছিল। খ্রিস্টান সমাজ বিভিন্ন ভাবে মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন, এবং দিনের পর দিন তারা আরো অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পরেন। তৎকালীন স্বর্গীয় আর্চবিশপ লরেন্স লিও গ্রেনারের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং স্বর্গীয় ফাদার চালর্স জে ইয়াং সিএসসি এর প্রত্যক্ষ দিক নির্দেশনায় বাংলাদেশের খ্রিস্টান ধর্মপল্লী গুলোতে ঋণদান সমিতি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। মঠবাড়ী ধর্মপল্লীতেও ১৯৬২ সালে ২রা জুন তারিখে ঋণদান সমিতি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন যার সরকারী নিবন্ধন নম্বর ২৪/৮৪, সংশোধিত ১১/৯৬, ০৮/১১

সেই থেকে আজ পর্যন্ত সমিতিটি অত্যন্ত দতার সাথে সদস্য/ সদস্যাদের অর্থনৈতিক ভাবে সাবলম্বী করে যাওয়ার প্রয়াস চালাচ্ছে। এখন আর মিশনবাসীকে চড়া সুদে মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ নিতে হয় না। নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ী আমানত একে অপরকে সিউরিটি দিয়ে বিভিন্ন উদ্দেশ্য সদস্য/ সদস্যাগণ তাঁদের প্রয়োজনীয় চাহিদা অনুযায়ী সমিতি থেকে- শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, কৃষিকাজ, খামার ,বিদেশ গমন, বিয়ে সাদী, ব্যবসা-বানিজ্য ইত্যাদি বিভিন্ন ভাবে সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে সহজে সদস্য/ সদস্যাগণ তাদের অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ করে থাকেন।

আজকের এই সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে প্রতিষ্ঠানটির অংশীদার সবার চোখে মুখে হাসি আনন্দ আকাশে বাতাসে প্রবাহিত। এই আনন্দ কারো একার নয়, এই আনন্দ গোটা ধর্মপল্লীর প্রতিটি পরিবারের, প্রতিটির সদস্যের যারা এই সমিতির গর্বিত অংশিদার। সমিতির পঞ্চাশ বৎসর সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করছি, আগামী হীরক জয়ন্তী সবার ভাগ্যে নাও দেখা দিতে পারে। তাই আজকের এই সুবর্ণ জয়ন্তী মহোউৎসবের আনন্দ সবার মাঝে প্রবাহিত হোক, সবার হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হোক, সবার হৃদয় আনন্দে গেয়ে উঠুক -

"হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
ময়ূরের মত নাচেরে"...